بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) -এর উত্তম গুণাবলীর ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হওয়া সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তারা সাহাবীদের মধ্যে কার অবস্থান কততম তা নিয়ে আলোচনা করতেন; সাহাবীদের মতে সর্বাগ্রে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), দ্বিতীয় হযরত উমর (রা.) এবং তৃতীয় ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। একবার হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **'হে মহানবী (সা.)-এর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি!' একথা শুনে আবু বকর (রা.) বলেন, "তুমি একথা বলছ? অথচ আমি মহানবী (সা.)- কে বলতে শুনেছি, 'এমন কোন ব্যক্তির ওপর সূর্য উদিত হয় নি যে উমরের চেয়ে উত্তম'।"**

হযরত সলমান (রা.), হযরত সুহায়েব (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) লোকদের মধ্যে বসে ছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান সেখানে আসেন। সাহাবীরা তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য করেন, আল্লাহ্র শত্রুর সাথে আল্লাহ্র তরবারির হিসাব-নিকাশ এখনো শেষ হয় নি। এরূপ তির্যক মন্তব্য শুনে হযরত আবু বকর (রা.) সাথে সাথে প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, তোমরা একজন সম্মানিত কুরাইশ নেতাকে এমন কথা বলছ? তিনি (রা.) গিয়ে মহানবী (সা.)-কেও বিষয়টি কিছুটা অভিযোগের সুরে জানান। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁকে উল্টো বলেন, তাঁর (রা.) কথায় যদি সেই সাহাবীরা কষ্ট পান বা অসন্তুষ্ট হন, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্ও তাঁর (রা.) প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। একথা শুনে আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে ছুটে যান এবং বলেন, প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছ? সেই সাহাবীরা বলেন, 'না, সেরকম কিছু নয়।' এখানে এটাও প্রমাণিত হয় যে

হযরত আবু বকর (রা.) কতটা বিনয়ী ছিলেন। এমন মানুষ যাদেরকে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাঁদের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাছাড়া মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও আনুগত্যের কী মান ছিল যে, মহানবী (সা.) বললেন, 'আপনি তাদেরকে রাগান্বিত করেছেন। এটা বলেননি যে, 'যাও গিয়ে ক্ষমা চাও', কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর একটি বিশেষ মর্যাদা ও সৌভাগ্য হল হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী হবার এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সাহচর্যের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়েছিল। সমস্যা জর্জরিত দিনগুলির শুরু থেকেই আল্লাহর প্রিয়পাত্রের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক প্রমাণের জন্য তাঁকে মহানবী (সা.)-এর বিশেষ স্নেহভাজন সাথী করে তোলা হয়েছিল। এর মধ্যে এই রহস্য ছিল যে, আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানতেন যে, সিদ্দিক-ই-আকবর (রা.)-ই হলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বীর ও ধার্মিক এবং মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ও অনুগত এবং জগৎ সংসারের নেতা (সা.)-এর প্রেমে নিমজ্জিত একজন।

হুযুর আনোয়ার হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে সমসাময়িক কিছু প্রাচ্যবিদদের তথ্যসূত্র উপস্থাপন করে বলেন, যেহেতু এই লোকেরা (ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগন) নবীজির নবুওয়তের এই উচ্চ ও মহিমান্বিত অবস্থানকে বোঝে না এবং জানে না, তাই হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর প্রশংসায় তারা এত বেশি বাড়াবাড়ি করে যে, তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। যদিও হযরত আবু বকর (রা.) বা হযরত উমর (রা.)- তাঁরা সবাই তাঁদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন। এই মানুষগুলোই ছিলেন মহানবী (সা.)-এর অবলম্বন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সদাচরণ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এটা কি সত্য নয় যে, পরাক্রমশালী বাদশাহ পর্যন্ত আবু বকর ও উমর এমনকি আবু হুরায়রার নাম নিয়ে 'রাযি আল্লাহু আনহু' বলতেন এবং তাঁদের সেবা করার আন্তরিক বাসনা পোষণ করতেন। তাহলে কে বলতে পারে যে, আবু বকর, উমর ও আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহুম দারিদ্রের জীবন যাপন করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা পার্থিব অর্থে নিজেদের উপর একটি মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই মৃত্যুই তাঁদের জীবন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আর এখন কোন শক্তি তাঁদেরকে হত্যা করতে পারবে না। তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আরও বলেন, হযরত আবু বকরকে দেখুন, তিনি মক্কার একজন সাধারণ বণিক ছিলেন, যদি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরাপৃষ্ঠে না পাঠানো হতো এবং মক্কার ইতিহাস লেখা হতো। তখন ঐতিহাসিকগণ শুধু উল্লেখ করতেন যে আবু বকর আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ বণিক ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ণ আনুগত্যের কারণে আবু বকর (রা.) সেই মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, আজ সারা বিশ্ব মর্যাদার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করে থাকে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, ইসলামের সেবা ও দ্বীনের জন্য ত্যাগের কারণে আজ হযরত আবু বকর (রা.) যে মহানুভবতা পেয়েছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজারাও তা কি পেতে পারেন? আজ পৃথিবীতে হযরত আবু বকর (রা.) এর মত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এমন একজন রাজাও নেই। হযরত আবু বকর (রা.) ভিন্ন হতে পারেন, এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহও মুসলমানদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সেবকদের ন্যায় মহত্ত্ব রাখেন না। বরং সত্য হল আমরা হযরত আবু বকরের কুকুরকেও মহান সম্মানের অধিকারীদের চেয়েও বেশি পছন্দ করি, কারণ সে আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বারপ্রান্তের সেবক হয়েছিল। যিনি মহানবী (সা.)- এর গোলাম হয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সবকিছুই আমাদের কাছে প্রিয় হতে শুরু করেছিল এবং

এখন আমাদের হৃদয় থেকে তাঁর এই মহত্ত্বকে কেউ মুছে ফেলতে পারে না।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর এক পুত্র যিনি বহুদিন পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একবার মসজিদে নববীতে বসেছিলেন এবং নানা কথা চলছিল। এভাবে কথায় কথায় তিনি হযরত আবু বকরকে বলতে লাগলেন, শ্রদ্ধেয় আব্বা! অমুক যুদ্ধ উপলক্ষে আমি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। আপনি আমার সামনে থেকে দুবার গিয়েছিলেন, সেই সময় ইচ্ছে করলে আমি আপনাকে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু আপনি আমার বাবা ভেবে হাত বাড়াইনি।' হযরত আবু বকর (রা.) এ কথা শুনে বললেন, আমি তখন তোমাকে দেখিনি, যদি আমি তোমাকে সেখানে দেখতে পেতাম, যেহেতু তুমি আল্লাহ্‌র শত্রু হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলে, আমি তোমাকে হত্যা করতাম।'

হযরত আবু বকর (রা.)-এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আবু বকর এমন একজন ছিলেন যার প্রকৃতিতে ঐশী জ্যেতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত হবার বৈশিষ্ট্য আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। এজন্যই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। তিনি কোন তর্ক করেন নি, কোন নিদর্শন দেখানোর দাবি করেন নি, বরং শোনা মাত্র একটাই কথা শুধু জানতে চেয়েছেন যে তিনি (সা.) নবুওতের দাবী করেছেন কিনা। মহানবী (সা.) হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করা মাত্র তিনি বলেন, **'আপনি সাক্ষী থাকুন, সর্বপ্রথম আমি আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসলাম।'** এটা পরিক্ষিত সত্য যে, সংশয়পোষনকারীরা খুব কমই হেদায়ত পেয়ে থাকে। হ্যাঁ, সুধারণার সাথে ধৈর্যশীলরাই, যারা সরল বিশ্বাস এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করে, একমাত্র তারাই হেদায়ত থেকে পূর্ণ অংশ লাভ করে থাকে। এর উদাহরণ আবু বকর এবং আবু জাহেল উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। আবু বকর না কোন যুক্তি দিয়েছিলেন আর না কোন নিদর্শন চেয়েছিলেন, কিন্তু যারা নিদর্শন চেয়েছিল তারা যা পায়নি, তা আবু বকর (রা.)-কে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিদর্শনের উপর নিদর্শন দেখেছেন এবং নিজেও এক মহান নিদর্শনে পরিণত হয়েছেন। অথচ আবু জাহল কূটতর্ক করেছে, তাই চোখের সামনে অজস্র নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও সে সত্য গ্রহণ করতে পারে নি, বরং নিজেই অন্যদের জন্য নিদর্শনে পরিণত হয়ে ধ্বংস হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ওহী করেছেন যে, সিদ্দিক, ফারুক ও উসমান (রা.) ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক ও ঈমানদার এবং আল্লাহ্ যাঁদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন। যাঁরা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র আশিসে বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীই তাঁদের গুণাবলীর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা প্রতিটি যুদ্ধের অগ্নিদহনে প্রবেশ করেছিলেন এবং প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং শীতের রাতের ঠান্ডাকে কোনও রকম ভ্রুক্ষেপ করেনি, বরং নবীনদের ন্যায় তাঁরা ইসলামের পথে মগ্ন ছিলেন এবং কোনকিছুর জন্য তাঁরা নিজেদের বা অন্যের দিকে আকর্ষিত হননি। বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র খাতিরে তাঁরা সবাইকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাজ-কর্ম চিরকালীন ভাবে সুবাসিত। আর এসবই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের বাগিচা ও পুণ্যের জান্নাত ভূমির দিকে নিয়ে যায়। ঐশী বাতাস তাঁদের সুগন্ধি ঘ্রাণ দিয়ে তাঁদের রহস্য প্রকাশ করে চলে এবং তাঁদের জ্যোতর্ময় রূপ তাঁদের পূর্ণ উজ্জ্বলতায় আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়।

তিনি (আ.) আরও বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! শায়খাইন অর্থাৎ আবু বকর ও উমর এবং তৃতীয় যিনি যুন্নুরাইন, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ইসলামের প্রতিটি দ্বার এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী বানিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে এবং তাঁদের সঠিক যুক্তিকে অবজ্ঞা করে এবং তাঁদের সাথে ভদ্রতার আচরণ করে না, বরং তাঁদের অপমান করে এবং তাঁদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে সচেষ্ট হয়, আমি তার করুণ পরিণতি এবং ঈমান বিলুপ্তির ভয় পাই।

তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত সত্য হল, আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং উমর ফারুক (রা.) উভয়ই মহান সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাদের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হননি। তাঁরা তাকওয়াকে তাঁদের পথ এবং ন্যায়বিচারকে তাঁদের গন্তব্য বানিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই এমন মর্যাদা লাভ করেছেন যে এমন বরকতময় সমাধিতে তাঁরা সমাধিস্থ হয়েছেন, যদি মূসা এবং ঈসা বেঁচে থাকতেন, তারা নিঃসন্দেহে সেখানে সমাধিস্থ হতে চাইতেন।

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, অবশিষ্ট কিছু অংশ আছে, কিছু অনুচ্ছেদ আছে, যা ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

*** পাঠকবর্গের সুবিধার্থে নাযারাত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির তালিকা খুতবাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হল - বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
02 December 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in